

# আনামগি প্রতিভা

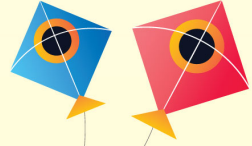
একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৯তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

[protiva.ahlehadeethbd.org](http://protiva.ahlehadeethbd.org)

রাসূল (ছাঃ)

বলেন, 'ঈমানদার ছাড়া  
কাউকে সাথী করো না।  
আর পরহেযগার ব্যক্তি  
ব্যতীত কেউ যেন তোমার  
খাদ্য না খায়' (তিরমিযী  
হ/২৩৯৫)।



# সোনামণি প্রতিদ্য

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৯তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক  
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক  
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক  
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন  
মীয়ানুর রহমান

## সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা  
আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)  
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩  
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯  
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭  
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)  
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩  
Email : sonamoni23bd@gmail.com  
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : // ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

- সম্পাদকীয়  
○ অসৎসঙ্গ ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ  
○ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬  
○ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা ১১
- হাদীছের গল্প ১৫  
○ ন্যায়বিচার ১৫
- এসো দো'আ শিখি ১৬
- গল্পে জাগে প্রতিভা ১৮  
○ দুই বোন ১৮
- কবিতাগুচ্ছ ২১
- রহস্যময় পৃথিবী ২২
- শিক্ষাজ্ঞান ২৫  
○ পড়া মনে রাখার ১০টি সহজ কৌশল ১১  
○ অনুপ্রেরণা ১১
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৭
- দেশ পরিচিতি ৩৩
- যেলা পরিচিতি ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৭
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯
- নীতিমালা ৩৯

## অসৎসঙ্গ

আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ সামাজিক জীব বলে সৃষ্টির আদি থেকেই জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। অপরের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তার জীবনের বিকাশ ঘটে। তার জীবনের যথাযথ সফলতা নির্ভর করে সঙ্গ, সমাজ ও পরিবেশের উপর। কোন মানুষই পৃথিবীতে খারাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু সঙ্গী, প্রতিবেশী ও পরিবেশের প্রভাবে সে অসৎ পথে পরিচালিত হয়। মন্দ সাথীদের সাথে বসবাস করার চেয়ে জংগলে বসবাস করা অনেক ভালো (প্রফেসর গালিব)। সৎসঙ্গ যেমন একজন শিশু-কিশোরকে জীবনে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, অসৎসঙ্গ তেমনি তার প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করে। যে সঙ্গের প্রভাবে ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র কুফর, শিরক ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় তাকেই বলে অসৎসঙ্গ। এমন সঙ্গ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না' (আলে ইমরান ৩/২৮)।

এজন্য চলার পথে সর্বদা চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে। অনেক মেধাবী ও মনোরম চরিত্রের মানুষকে অসৎসঙ্গের প্রভাবে অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যেতে দেখা গেছে। তাই মুমিন ব্যক্তি অসৎসঙ্গ থেকে সবসময় সাধ্যমত দূরে থাকে। যাতে তাদের মন্দ প্রভাব নিজেদের মধ্যে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে' (মুজাদালাহ ৫৮/২২)।

ব্যক্তি চরিত্র বিশেষ করে ছোট বয়সের উপর সঙ্গী-সাথীর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সুদূর প্রসারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য রাখে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে (আবুদাউদ হা/৪৯৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯)। সঙ্গীর চরিত্র যদি অসৎ, কলুষিত ও নষ্ট হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তার মন্দ প্রভাব সাথীর উপর পড়বে। তাই মুমিন, মুসলমান, দ্বীনদার, পরহেযগার ও মুত্তাক্বী ব্যক্তিত্ব অন্যদের বন্ধু

হিসাবে গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ব্যতীত কেউ ভক্ষণ না করে' (আবুদাউদ হা/৪৮৩২)।

বন্ধু নির্বাচন মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। একজন মুত্তাকী বন্ধু যেমন সদুপদেশের মাধ্যমে জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে, তেমনি একজন অসৎ বন্ধু জীবনকে ধ্বংসের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য প্রবাদ রয়েছে-সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। অসৎসঙ্গের কারণে মানুষ তার আসল চরিত্র হারিয়ে পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। এজগতে যত লোকের অধঃপতন হয়েছে তার অন্যতম কারণ অসৎসঙ্গ। এজন্য বলা হয় 'দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য'।

পৃথিবীতে মানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন নবী-রাসূলগণ। ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর নিকট সর্বদা সৎসঙ্গ কামনা করেছেন। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) দো'আ করেছিলেন, 'আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' (ইউসুফ ১২/১০১)। কবি শেখ সা'দী বলেন, 'সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে। আর অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে'।

ছাত্রজীবনে সঙ্গী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কখনোই অসৎ চরিত্রের ছাত্রকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর ওয়ালা ও কামারের হাপরের মতো। আতর ওয়ালা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দান করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরীদ করবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে বা তুমি তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পাবে' (বুখারী হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০)।

অতএব সোনামণিরা! অসৎসঙ্গ থেকে সাধ্যমত দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। তাহলে নিজের জীবনকে আলোকিত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

## সদাচরণ

১. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ -

১. 'সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' (লোকমান ৩১/১৯)।

২. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

২. 'তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও' (শু'আরা ২৬/২১৫)।

৩. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

৩. 'দয়াময় আল্লাহর বান্দা তো তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তির সন্মোখন করে তখন তারা বলে 'সালাম' (ফুরকান ২৫/৬৩)।

৪. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدُرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

৪. 'ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্ত রঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান' (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)।

৫. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ -

৫. 'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

## সদাচরণ

۱. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمْرٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

১. ইয়ায ইবনু হিমার আল-মুজাশি'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে' (মুসলিম হা/২৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৯)।

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْئِمٌ

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মু'মিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়' (তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫)।

۳. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ

৩. রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে আয়েশা! 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা বা অন্য কোন আচরণের প্রতি ততটা অনুগ্রহ করেন না' (মুসলিম হা/২৫৯৩)।

۴. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَيَمْنُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْئٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ-

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দিব না? যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়; আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেজাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের নিকটতম (মিশুক) এবং আচরণ সরল সহজ (তিরমিযী হা/২৪৮৮)।

## শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম  
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৭ম কিস্তি)

(২) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু-ই আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি : এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া ও সার্বিক জীবনে পূর্ণরূপে তাঁর আনুগত্য করা।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে দুনিয়ায় সঠিক পথে পরিচালনা এবং তাঁর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। এদের মধ্যে ৩১৫ জন রাসূল। তবে তাঁদের কারোরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণসমূহ সুরক্ষিত নেই একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত। কারণ তিনি হলেন শেষনবী, বিশ্বনবী ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বাস্তব রূপকার (হাদীছের প্রামাণিকতা পৃ. ৫)।

তাই এই নীতিবাক্য সোনামণি, অভিভাবক, দায়িত্বশীল ও সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণের মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করে গেছেন। সেকারণ যাবতীয় মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র ও আদর্শ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তাঁর আদর্শ ও নির্দেশের বিরোধিতা করার এখতিয়ার কোন মুমিনের নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (আলে ইমরান ৩/৩১)।

আবু রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার

কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহর কিতাবে পাব, তারই অনুসরণ করব (আহমাদ হা/২৩৩৪৯; মিশকাত হা/১৬২)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির মাধ্যম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَيْلٍ وَمَنْ أَبِي؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبِي 'অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই হল অস্বীকারকারী' (বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩)।

রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর আদর্শ অমান্য করা কাফিরের বৈশিষ্ট্য। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন লোকদের মধ্যে পার্থক্যকারী' (বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ' (আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩)।

(৩) নিজেকে সং ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি : চরিত্র শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়ায় মানুষ হিসাবে সমগ্র উত্তম গুণাবলী ধারণ করা। পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু অর্থের বিনিময়ে খরীদ করা গেলেও চরিত্র কোন কিছুর বিনিময়ে খরীদ করা যায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয় সচ্চরিত্র।

চরিত্রের বলেই একজন মানুষ উত্তম হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-



মমতাবোধ, নিয়মিত ছালাত আদায়, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ওয়াদা পালন, আমানত রক্ষা, বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, সৎ সাহস, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলীর সমন্বিত রূপই সচরিত্র।

একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, **إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ**, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম’ (বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫)।

সোনামণিদের এই নীতিবাক্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতিফলন-যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উত্তম চরিত্রের ফলাফল সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, **إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ**, ‘নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে’ (আবুদাউদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২)।

উত্তম চরিত্রের মানুষের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। তার মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং শত্রু-মিত্র সবাই উপকৃত হয়। তাই উত্তম চরিত্রই পুণ্য ও নেকীর মাধ্যম। নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, পুণ্য হল উত্তম চরিত্র। আর পাপ হল, যে কাজ তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং মানুষের নিকট প্রকাশ পাওয়াকে তুমি অপসন্দ কর’ (মুসলিম হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৫০৭৩)।

হাশরের মাঠে মানুষের আমল ওয়ন করা হবে। যার ভালো আমল ভারী হবে সে আনন্দিত হবে। আর যার মন্দ আমল ভারী হবে, সে যার পর নেই দুঃখিত হবে। সেই কঠিন দিনে উত্তম চরিত্র মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে উপকারী ও ভারী হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী যে বস্তু রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুঃচরিত্রকে ঘৃণা করেন’ (আবুদাউদ হা/৪৭৯৯; তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১)।

তাই সোনাগণিরা নিজেদেরকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার সাথে সাথে তাদের পরিবার ও সাথীদের জীবনে এই নীতিবাক্য বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

**(৪) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি :** এর অর্থ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। মুসলমানগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। আর এ শ্রেষ্ঠ জাতির প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হল ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে' (আলে ইমরান ৩/১১০)।

মুমিন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' (তওবা ৯/৭১)। পক্ষান্তরে মুনাফিকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল অসৎ কাজের নির্দেশ ও সৎ কাজের নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে' (তওবা ৯/৬৭)।

মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন হতে হলে সোনাগণিদের এই নীতিবাক্য অনুসরণে অবশ্যই আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর কাজ করতে হবে এবং ছোট থেকেই এগুণে অভ্যস্ত হতে হবে। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ** 'হে বৎস! ছালাত কয়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা খুব সাহসিকতার কাজ' (লোকমান ৩১/১৭)।

সকল মুমিন মুসলমানেরই দায়িত্ব সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَلْمِ يَلْمِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَلْمِ يَلْمِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَلْمِ يَلْمِهِ فَبِلِسَانِهِ

বলেন, 'তোমাদের যে কেউ গর্হিত কিছু দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে, না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)। এরপরে তার মধ্যে আর সরিষাদানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না (মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭)।

আবুবকর ছিদ্বীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْصَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ' লোকেরা কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, সত্বর তাদের সকলের উপর আল্লাহ তাঁর শাস্তি ব্যাপকভাবে নামিয়ে দেন' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যার হাতে আমার জীবন নিহিত তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না' (তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০)।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর নীতি চালু থাকলে সকলেই মুক্তি পাবে। অন্যথা সবাই ধ্বংস হবে। সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর দণ্ড সমূহ বাস্তবায়নে অলসতাকারী এবং অপরাধী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মত, যারা একটি জাহাযে আরোহণের জন্য লটারী করল। তাতে কেউ উপরে ও কেউ নীচতলায় বসল। নীচতলার যাত্রীরা উপর তলায় পানি নিতে আসে। তাতে তারা কষ্টবোধ করে। তখন নীচতলার একজন কুড়াল দিয়ে পাটাতন কাটতে শুরু করল। উপর তলার লোকজন এসে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমরা কষ্টবোধ কর। অথচ পানি আমাদের লাগবেই। এ সময় যদি উপর তলার লোকেরা তার হাত ধরে, তাহলে সে বাঁচল, তারাও বাঁচল। আর যদি তাকে এভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা তাকে ধ্বংস করল এবং নিজেরাও ধ্বংস হল' (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮)।

## ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনাগি।

**ভূমিকা :**

মহান আল্লাহর প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতরাজির মধ্যে সময় অন্যতম। সময়কে আরবীতে (ওয়াকতুন) ও ইংরেজীতে (Time, Period) বলে। ইসলামী শরী'আতে সকল প্রকার হুকুম আহকামসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন দিন-রাতে যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, বছরে নির্দিষ্ট সময়ে ছিয়াম, ঈদ ও হজ্জকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ইবাদতের নিয়ম ও সময় যথাযথভাবে অনুসরণ না করলে আল্লাহর নিকট কবুল যোগ্য হবে না। এ জন্য সময়ের মূল্যায়ন ও সদ্যবহার অপরিহার্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন, হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

**সূরা আছরের আলোকে কাল বা সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা :**

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অগণিত নে'মতরাজির মধ্যে সময় অন্যতম। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে সময়ের গুরুত্ব দিয়ে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা আছর নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ কালের শপথ করে কাল বা সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, 'কালের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/১-৩)।

**গুরুত্ব :** হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাফছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে এমন দু'জন ছাহাবী ছিলেন যারা মিলিত হলে একে অপরকে সূরা আছর না শুনানো পর্যন্ত পৃথক হতেন না' (ছহীহাহ হা/২৬৪৮)।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্রীস আশ-শাফেঈ (রহ.) বলেন, 'যদি মানুষ এই সূরাটি নিয়ে গবেষণা করত তাহলে এটাই তার জন্য যথেষ্ট হত' (ইবন কাছীর)।

খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি.) আছর-এর সঠিক তাৎপর্য কি হবে, সেবিষয়ে জনৈক বিগত মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক বরফ বিক্রেতার আওয়ায তাঁর কানে এল। সে চিৎকার দিয়ে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলছে, 'তোমরা রহম কর ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে'। একথা শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'এটাই তো সূরা আছরের তাৎপর্য। যার বয়স চলে যাচ্ছে। অথচ কোন সৎকর্ম করছে না। সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' (তাকসীর রাযী)। বস্তুতঃ 'কাল' প্রতি সেকেণ্ডে সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তার সৎক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল (৩ লক্ষ কি. মি.) গতিবেগে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বরফ গলার ন্যায় প্রতি সেকেণ্ডে তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে কালের স্মৃতিপটে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এ কারণেই আল্লাহ কালের শপথ করেছেন (মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাকসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা পৃ. ৪৫৬-৪৫৯)।

### জীবনের সফরসূচী :

সোনামণিরা! আমাদের জীবনের সফরসূচী জানা একান্ত প্রয়োজন। মানব জীবনের সফরসূচী শুরু হয় প্রথমে আল্লাহর নিকট থেকে মায়ের গর্ভে। এটা হয় তার সফরের প্রথম মনযিল। এখানে সাধারণতঃ ৯ মাস ১০ দিন থাকার পর ভূমিষ্ট হয়ে সে দুনিয়াতে আসে। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ১২০ দিনের মাথায় সেখানে তার তাক্বদীরে ৪টি বিষয় লিখে দেওয়া হয়। যথা : ১. 'আজাল' (আয়ুষ্কাল) ২. 'আমল' (কর্ম তৎপরতা) ৩. 'রিযিক' এবং ৪. হতভাগ্য (জাহান্নামী) না সৌভাগ্যবান (জান্নাতী) (মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, মৃত্যুকে স্মরণ পৃ. ১২)।

যেভাবে ঔষধ প্রস্তুত শেষে প্যাকেটের উপর লিখে দেওয়া হয়, তার মেয়াদকাল তার ক্রিয়া ব্যবহারের নিয়মাবলী এবং তার ফলাফল। এটা হল দ্বিতীয় মনযিল বা দারুন্দুনিয়া। এখানে সে কমবেশী ৭০ বছর অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের গড় আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। খুব কম সংখ্যকই তা অতিক্রম করবে' (তিরমিযী হা/৩৫৫০; মিশকাত হা/৫২৮০)।

সত্তর বছর চারটি স্তরে বিভক্ত : (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর) (খ) যৌবনের শক্তিমানতা (১৬-৪০ বছর) (গ) পৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (৪০-৬০ বছর) এবং (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)।

এ পৃথিবীতে মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই সামান্য। যারা সামান্য মুহূর্তকে ভালোভাবে কাজে লাগাই তারাই সফলকাম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। যারা ছাত্র জীবনে হেলায় খেলায় মূল্যবান সময় নষ্ট করবে তাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। কবি সুইনবার্গ বলেন, Hite is a vision of a watch leetween a sleep and sleep 'দুই প্রান্তেই ঘুম, ঘুমের মত অন্ধকার মাঝে একটু বেঁচে থাকাই হল জীবন। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই সময় অতীব মূল্যবান'।

**অবসর সময়কে কাজে লাগানোর গুরুত্ব :**

সময় ও জীবন আল্লাহর দান। মুমিনের জীবনে অবসর বলতে কিছুই নেই। সময়ের যথার্থ ব্যবহারই উভয় জীবনে সফলতা এনে দেয়। অবসর সময় মহান আল্লাহর বিশেষ নে'মত। হাশরের মাঠে অবসর সময়ের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। পরকালে সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত হবে তারাই যারা উদাসীনতায়, অবহেলায় ও আলসেমী করে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সময়কে অপচয় করছে।

মহান আল্লাহ বলেন, অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজু হও' (ইনশিরাহ ৯৪/৭-৮)। তিনি আরো বলেন, 'অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে' (তাকাহুর ১০২/১)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমি সময় (সময়ের স্রষ্টা)। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে, আমি রাত-দিনের পরিবর্তন করি' (বুখারী হা/৪৮২৬; মিশকাত হা/২২)।

আমর ইবনু মায়মূন আল-আওদী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ স্বরূপ বলেন, পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে করবে। যথা : ১. তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে, ২. পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, ৩. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে' (হাকেম হা/৭৮৪৬; মিশকাত হা/৫১৭৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি

নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে-স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছলতা' (বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫)।

আজকে আমাদের শিশু-কিশোরদের সময় অপচয়ের রোগ গ্রাস করে নিয়েছে। এই রোগ মরণব্যধি ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। এ থেকে শিশু-কিশোরদের রক্ষা করতে না পারলে আমাদের সুন্দর এই ইসলামী সমাজ ডুবে যাবে অধঃপতনের অতল তলে। তাই এখনই আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

### সময় অপচয়ের মাধ্যম :

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা সর্বদা সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে থাকবে। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার করলে জীবনে নেমে আসবে ব্যর্থতার গ্লানি। জীবনে সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে অবশ্যই সময় অপচয় ও অলসতা পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা নানা ভাবে সময় নষ্ট করে থাকি। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল-

১. মোবাইলে ফেসবুক ব্যবহার করে আমাদের সন্তানরা সবচেয়ে বেশি সময় অপচয় করছে ও চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। সকল পর্যায়ের অভিভাবকগণকে এগুলো কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২. আড্ডা বাজিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয় করছে।

৩. মোবাইল ও টিভিতে সিনেমা, নাটক, কার্টুন, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা দেখে আমাদের সন্তানরা প্রতিদিন অনর্থক সময় নষ্ট করছে। সকল পর্যায়ের সোনামণি ও দায়িত্বশীলগণকে অবশ্যই এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. চায়ের দোকানে অযথা আমরা ব্যাপক সময় অপচয় করে থাকি। এগুলোকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ইসলামী কাজে বেশি সময় ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে।

৫. পিকনিক ও বনভোজনের নামে স্কুল, কলেজ ও ভার্টিসিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পার্কে, গার্ডেনে বা কোন নির্জন স্থানে ভ্রমণে গিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষকগণও সহযোগিতা করে থাকেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সফরের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্জন। নতুন নতুন স্থান ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য ও সৌন্দর্য অবলোকনের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

[চলবে]

## ন্যায়বিচার

মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোণামণি।

ন্যায়বিচার হল সামাজিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলার সোপান। ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সমাজবদ্ধ জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। যে দেশ ও সমাজে ময়লুম মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে আল্লাহর আযাব ও আসমানী গযব নাজিল হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে” (হাদীদ ৫৭/২৫)।

ন্যায়বিচারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের একজন মহিলা চুরি করেছিল। তার এ ঘটনা কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ছাহাবীগণ বললেন, ওর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কে কথা বলতে পারবে? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয় পাত্র ওসামা ইবনু যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। সুতরাং ওসামা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন, তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান প্রয়োগ না করার ব্যাপারে সুফারিশ করছ? পরক্ষণেই তিনি দাঁড়িয়ে খুঁৎবা দিলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম (বুখারী হা/৩৪৭৫)।

শিক্ষা :

১. ন্যায় ও ইনছাফের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা একজন মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।
২. ন্যায়বিচারকের সাথে আল্লাহ থাকেন।



## এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

৫. শৌচাগারে প্রবেশের দো'আ :

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (বুখারী হা/৬৩২২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭)।

৬. শৌচাগার হতে বের হওয়ার দো'আ :

عَفْرَانِكَ (গুফর-নাকা) অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি'

(ইবনু মাজাহ হা/৩০০; তিরমিযী হা/৭; মিশকাত হা/৩৫৯)।

কুলুখ : পানি না পাওয়া গেলে পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটি, পাথর, ইটের কুচি ইত্যাদি দিয়ে কুলুখ করবে। হাড় বা শুকনো গোবর দ্বারা কুলুখ করা যাবে না। কাপড়ের টুকরো বা টিস্যু পেপার দিয়েও কুলুখ করা যায়। কিন্তু পানি পাওয়া গেলে কুলুখ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ একই সাথে পানি ও কুলুখ ব্যবহার করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৭. খাবার গ্রহণের সময় দো'আ :

কুরআনের বাণী- 'আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' (নাহল ১৬/১১৪)।

মানুষ আল্লাহর নে'মত আহারের মাধ্যমে বেঁচে থাকে, বিধায় তা গ্রহণের সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য।

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করতে হবে (বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯)।

নিম্নের দো'আটিও পড়া যায়-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ-

**উচ্চারণ :** আল্লা-হুস্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইম্না খইরম্ মিন্হ।

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন' (তিরমিযী হা/৩৪৫৫; মিশকাত হা/৪২৮৩)।

প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়- بِسْمِ اللّٰهِ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরহু। **অর্থ :** 'আল্লাহর নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ' (আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২)।

**৮. খাবার শেষে দো'আ :**

(১) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ-

**উচ্চারণ :** আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রযাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াতিন।

**অর্থ :** 'সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রুযী দান করলেন'। মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান খাদ্য খাওয়ার পর অথবা পানীয় পানের পর যদি দো'আটি পড়ে, তবে তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' (ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫; মিশকাত হা/৪৩৪৩)।

(২) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا-

**উচ্চারণ :** আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাউওয়াগাহু ওয়া জা'আলা লাহু মাখরজা।

**অর্থ :** 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করালেন এবং পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ বের হবার ব্যবস্থা করলেন' (আবুদাউদ হা/৩৮৫১; মিশকাত হা/৪২০৭, সনদ হযীহ)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৬৯-৭০)।

## দুই বোন

শামসুল আলম  
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গ্রামের নাম ফুলতলা। সে গ্রামে বাস করে দু'বোন ছালেহা ও ফাতেমা। বাবা অনেক ধনী। শিক্ষিত বাবা-মায়ের আদরের সন্তান তারা। পিঠাপিঠি দু'বোন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে। মায়ের ইচ্ছা দু'মেয়েকেই মাদ্রাসায় দ্বীনী শিক্ষা দিবেন। কিন্তু বড় মেয়ে ছালেহা বলল, না আম্মু আমি স্কুলে পড়ব। আমি ডাক্তার হব। কিন্তু ছোট মেয়ে ফাতেমা আম্মুর কথা শুনে মাদ্রাসায় ভর্তি হল। বাবারও ইচ্ছা ছিল বড় মেয়ে স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুক। গুরু হল তাদের দু'ধরনের শিক্ষা ধারা।

এদিকে ছালেহার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান চলতে থাকে। তাদের স্কুলে বিভিন্ন দিবস পালন, বেদীতে ফুল দেয়া, নাচ-গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। একদিন ছালেহার এক শিক্ষিকা ছালেহাকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচতে বলে। ছোট্ট মেয়ে কী বলবে? সে নেচে প্রথম পুরস্কার পেল। এবার ছালেহার স্বপ্ন জাগে সে আরও বড় নৃত্যশিল্পী হবে। ছালেহার ব্যাপারে বাবা তেমন খোঁজ নেন না। কিন্তু এ সংবাদ পেয়ে তার মা খুব কষ্ট পেল। তিনি তার মেয়েকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে আর বুঝল না।

পক্ষান্তরে ফাতেমা পাশের মহিলা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। সে কুরআনের হাফেয়া হয়। অনেক দো'আ-দরুদ মুখস্থ করে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। তার দাদা-দাদী, বাবা-মা সকলকে দো'আ শিক্ষা দেয়। এতে ফাতেমার মা খুব খুশি। এখন যত সমস্যা বড় মেয়েকে নিয়ে।

এবার ছালেহা বড় হয়ে কলেজে ভর্তি হল। সে এখন আর বাবা-মায়ের সাথে বেশি যোগাযোগ রাখে না। ছাত্রীনিবাসে থাকে সে। বহু বন্ধু-বান্ধবী তার। কিছুদিন পর ছালেহা প্যান্ট-শার্ট পরে হঠাৎ গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে। সাথে তার ছেলে বন্ধু। একি! বাবা-মা দেখে ভীষণ কষ্ট পেল। তারা তাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে কিছুই বুঝল না। সে বাড়ী থেকে চলে গেল।

এদিকে মা কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে যায়। আর বলে, হায় আল্লাহ! আমার ঘরে একি সন্তান দিলে! ছোট মেয়ে ফাতেমা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আম্মু, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আর বড় আপুর জন্য দো'আ কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' (বাক্বারাহ ২/১৫৩)। ফাতেমা আরও বলল, আম্মু আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এরকমই। এ জন্যই তো আমাদের শিক্ষিকাগণ বলেন, ছেলে-মেয়েদের এক সাথে পড়ালেখা করা ঠিক নয়। আর তোমাদের জন্য দ্বীনী শিক্ষাই সর্বোত্তম শিক্ষা। তুমি চিন্তা করো না আম্মু। দেখি আমি কী করতে পারি।

ফাতেমা কষ্টকরে একদিন বড় বোন ছালেহার মোবাইল নম্বর যোগাড় করে তাকে ফোন দিয়ে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে বলল, আপু তুমি যে পথে চলছ সেটি সঠিক পথ নয়। আল্লাহ আমাদের কতই না সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন! আর নারী জাতি আরও সুন্দর। আল্লাহ আমাদের এই সুন্দর চেহারাকে ঢেকে পর্দার মাধ্যমে চলাফেরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বেগানা পুরুষের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশা হারাম করেছেন। দ্বীন শিক্ষা ফরয করেছেন। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চললে তুমিও মুক্তি পেতে পার। এই বলে ফাতেমা সেদিনের মত কথা শেষ করে।

এদিকে ছালেহা ছোট বোনের কথায় চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। সে বলে, হায় আল্লাহ! আমি আমার জন্মদাতা পিতা-মাতাকে এত কষ্ট দিচ্ছি কেন? কয়েকদিন পর সে হঠাৎ বাড়িতে ফিরে আসে। এরপর সে পিতা-মাতার নিকট ক্ষমা চায় এবং বলে, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আল্লাহর পথে ফিরে আসতে চাই। আমার ছোট বোন ফাতেমা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আসলে তোমাদের জীবন ধন্য যে, ওকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়েছিলে। এরপর ছালেহা সঠিক পথে চলতে শুরু করল।

### শিক্ষা :

১. সৎসঙ্গ ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনে সহযোগিতা করে।
২. ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি দুনিয়াবী জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এজন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. ছেলে-মেয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলাদা থাকতে হবে।

## কবিতা গুচ্ছ

### সুনিশ্চিত মরণ

রাকীবুল ইসলাম  
গাংনী, মেহেরপুর।

পৃথিবীর বুক থেকে বিচ্ছেদ  
ঘটাবে মরণ,  
প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ  
করবে বরণ।

কী যে যন্ত্রণা অসহ্য যন্ত্রণা  
সুনিশ্চিত মরণের,  
শেষ হয়ে যাবে সময়  
পৃথিবী ভ্রমণের।

তাই এসো প্রস্তুতি নেই  
জলদি করে,  
কেউ জানিনা ভয়ংকর মৃত্যু  
কবে ধরে।

মায়া-মমতা ধন-মোহ  
হবে নিঃশেষ,  
এসবের মাঝে নেই ভ্রান্তি  
সন্দেহ লেশ।

এসো জোগাড় করি পাথেয়  
পরকালীন সঞ্চয়,  
কবরে গিয়ে কাটবে তবে  
আযাবের ভয়।

### শেষ নবীজির পথে

মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার মঞ্জল  
তাহেরপুর, রাজশাহী।

শেষ নবীজির পথের পথিক  
এই দুনিয়ায় যারা  
শান্তি পাবেন সারা জীবন  
হবেন তারাই সেরা।  
আলো বাতাস হাসি কান্না  
চিরকালের তরে  
আমরা কেহ থাকবা নাকো  
থাকব সবাই গোরে।  
বাপ দাদা আর পূর্ব পুরুষ  
নাইকো কেহ তাই  
দু'দিনের এই দুনিয়াতে  
নাইকো কারো ঠাই।

### দ্বীনের আলো

মুহাম্মাদ রোহান, ৯ম শ্রেণী  
সাহার-বাটি দাখিল মাদরাসা  
গাংনী, মেহেরপুর।

দিনটি হোক ইসলামে ভরা  
দিনটি হোক ভালো,  
ছড়িয়ে যাক দ্বীনের আলো  
আলো মাঝে দ্বীনের মেলা।  
উঠুক প্রতি ভোরে,  
দিনটি হোক পুণ্যে ভরা  
দ্বীনের আলোর জোরে।  
দ্বীনের হাওয়া নেচে উঠুক  
সোনামণিদের প্রাণে  
সফল হোক জীবন তাদের  
জান্নাতেরই স্বাণে।

## শিশু নির্যাতন

মুহাম্মাদ রেযওয়ানুর রহমান  
সমাজকল্যাণ সম্পাদক  
'যুবসংঘ' বদরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর।

আমরা এই বিষয়ে একমত,  
আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত।

তবু কেন শিশুদের উপর  
নানা অত্যাচার,  
খুলবে কবে আমাদের বিবেক আর।

নর পশুদের হাতে  
হচ্ছে শিশু নির্যাতন,  
বন্ধ হবে কি শিশুদের প্রতি  
এমন আচারণ।

মানুষরূপী কিছু শয়তান  
করছে শিশু পাচার,  
এসব কিছু ভাবলে  
হৃদয় হয়ে যায় চূর্মার।

কত দোকানে, কত কাজে  
হচ্ছে শিশু জ্বালাতন,  
কত নর পশু টাকার জন্য  
শিশুদের করছে অপহরণ।

কত শিশুর পাওয়া যাচ্ছে  
বস্তা ভরা লাশ,  
এরকম আর কত হবে  
শিশুর সর্বনাশ!

## মা

মুহাম্মাদ মাসউদ  
গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী

মা তোমায় ছাড়া এই ভূবনে  
সবকিছু যে ফাঁকা,  
মা তোমার ঐ মুখটা যেন  
স্নেহ দিয়ে মাখা।

মা তোমায় ছাড়া শূন্য হৃদয়  
পূর্ণ হতে চাই,  
মা তোমায় ছাড়া দিন কাটে না  
আমি অসহয়।

মা তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে  
থাকতে তোমার পাশে,  
মা তোমায় ছাড়া একলা আমি  
কেউ থাকেনা কাছে।

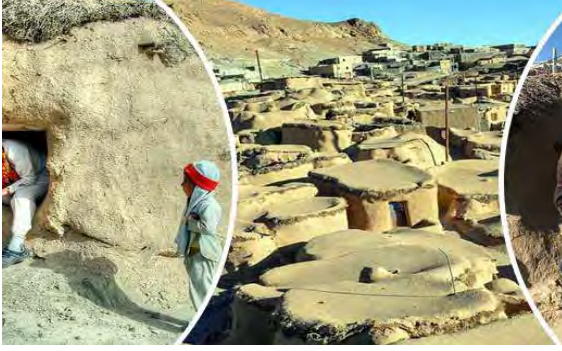
মা তোমার মত আদর স্নেহ  
কোথায় বল পায়,  
মা তোমায় নিয়ে অনেক সপ্ন  
পূরণ করতে চাই।

‘আর তোমরা ভয় ঐ দিনকে,  
যেদিন তোমরা ফিরে যাবে  
আল্লাহর কাছে। অতঃপর  
প্রত্যেকেই তার কর্মফল  
পুরোপুরি পাবে। আর তাদের  
প্রতি কোনরূপ অবিচার করা  
হবে না’ (বাক্বারাহ ২/২৮১)।

## মাটির নিচে লিলিপুটের রহস্যময় গ্রাম

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।



মাটির নিচে বামনদের বাস। নিজেদের এক স্বর্গরাজ্য তৈরি করে বামনরা নিজেদের অস্তিত্ব গড়েছে সেখানে। বছরের পর বছর ধরে মাটির নিচে বসবাস, থাকা, খাওয়া সবই করছেন তারা। জানলে অবাক হবেন, বামনদের এই রহস্যময় গ্রামটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো।

ইরানের পূর্ব খোরাসান প্রদেশের প্রাচীন এই গ্রামের নাম মাখুনিক। এই গ্রামটি লিলিপুটদের গ্রাম হিসাবেই পরিচিত। এই গ্রামের সব ঘরগুলোই মাটির তৈরি। এসব ঘরের আকৃতি ও স্থাপত্য আপনার নয়র কাড়বে। বিশ্বের সাতটি আশ্চর্যতম গ্রামের মধ্যে এটি অন্যতম।



এ কারণেই পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় এক স্থান হল এই মাখুনিক গ্রাম। লিলিপুটদের শহর ও তাদের জীবন ব্যবস্থা দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ

সেখানে ভিড় জমান। জানা যায়, সেখানকার বাসিন্দারা আফগানিস্তানের নাগরিক। কয়েকশ' বছর আগে তারা মাখুনিক গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

এ গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্চতা সর্বোচ্চ ৫০ সেন্টিমিটার বা ১ ফুট ৭ ইঞ্চি। বিশেষজ্ঞরা জানান, বামন বাসিন্দাদের মুষ্টিমেয় এখনও সেখানে বসবাস করে। তারা নিজেদের মধ্যে বিবাহ, অপুষ্টিসহ পারদ মেশানো পানি পান করার ফলে পুরো গ্রামের বাসিন্দারাই বামন আকৃতির হয়েছেন।



প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মাখুনিক গ্রামটি তার স্থাপত্যের জন্যও বেশ পরিচিত। সেখানকার বাসিন্দারা নব্যপ্রস্তরযুগের স্থাপত্যশৈলীর ভিত্তিতে ঘরগুলো নির্মাণ করে। এসব ঘরগুলো এমনভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়, যা দূর থেকে দেখলে পাহাড় বা টিলার মত দেখায়।

এসব ঘরগুলোর প্রাচীর ও দরজাগুলো খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলো পাহাড়ের ঢালে একটার পর একটা নির্মাণ করা হয়েছে। ঘরগুলো দেখতে অনেকটা গুহার মত। এগুলো পাথর ও মাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়। ঘরের ছাদ ঢাকা হয় ঝোপঝাড় দিয়ে। ঘরের দরজাগুলোও বেশ ছোট ছোট।



বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিচারণ হলেও এ গ্রামের বাসিন্দাদের ঘরে একটি টিভিও নেই। তাদের বিশ্বাস টিভি রাখা শয়তানের কাজ। শুধু তাই নয়, এ গ্রামের কেউই ধূমপান করেন না।



গ্রামের বাসিন্দাদের অধিকাংশই গবাদিপশু পালন ও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাদের কেউ কেউ গ্রামের কাছে একটি খনিতে কাজ করে। এখানে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের অধিকাংশই গম, রসুন, শালগম, বিটরুট, গাজর, টমেটো, পেঁয়াজ ও জাফরান। গ্রামের বাসিন্দারা ফার্সীতে স্থানীয় বিশেষ বাচনভঙ্গিতে কথা বলেন।



প্রায় একশ বছর আগে মানুষ এই গ্রামটির অস্তিত্ব খুঁজে পায়। গ্রামটিতে বর্তমানে পানি, বিদ্যুৎ, বাথরুম, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেই সাথে মুদি দোকান, কসাইখানা ও বেকারিসহ কয়েকটি দোকান আছে।

২০০৫ সালে এই গ্রামে গবেষকগণ ২৫ সেন্টিমিটার বা সাড়ে ৯ ইঞ্চি উচ্চতার একটি মমি খুঁজে পান। তারপর থেকে তারা মনে করেন, মাখুনিকসহ আশেপাশের গ্রামে একসময় বেটে মানুষদের বসবাস ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই গ্রাম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। বাড়িগুলোর আকার-আকৃতিই বলে দেয় যে, সেখানকার মানুষ ছোট আকৃতির ছিল।

এই গ্রামে বর্তমানে ৭০০ বামন বাসিন্দা বাস করেন। তারা অবশ্য তাদের পূর্বপুরুষদের মত অতটা খাটো নয়। তবে তাদের বাড়িগুলো পূর্বপুরুষদের মতই। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন নকশার ছোট উচ্চতার বাড়িতে তারা বসবাস করেন।

১৯৪৬ সালে গ্রামটির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ধীরে ধীরে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তাও তৈরি হয়। বাহির থেকে যানবাহন যাতায়াত শুরু করে। মানুষের জীবনযাত্রাও কিছুটা পাল্টাতে থাকে। তারপরও এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সহজ নয়।

## পড়া মনে রাখার ১০টি সহজ কৌশল

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

অভিযোগটি প্রায় সবার। পড়া মনে থাকে না। এ নিয়ে হতাশায় ভুগেনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল ব্যাপার। তবে বিষয়টি নিয়ে হতাশ হলে চলবে না। কয়েকটি সহজ কৌশল মেনে চললেই এ জাতীয় ঝামেলা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সেরকমই ১০টি সহজ কৌশল নিয়ে আমাদের আয়োজন।

**১. পড়তে বসার আগে ১০ মিনিট হাঁটা :** পড়ার টেবিলে বসার পূর্বে ১০ মিনিট হাঁটলে বা হালকা ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে পড়া মনে রাখতে বেশ সুবিধা হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, পড়ার পূর্বে ১০ মিনিট হাঁটলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা প্রায় ১০ শতাংশ পরিমাণ বেড়ে যায়। তাহলে একটু হাঁটার পরেই শুরু হোক আমাদের পড়ালেখা।

**২. পড়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা :** যে বিষয়টি পড়ব তার প্রতি আকর্ষণ জাগাতে হবে। কিংবা আকর্ষণীয় উপায়ে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এতে পড়া সহজে মনে থাকবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে তা সহজেই মস্তিষ্কের মেমরি বা স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তা স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**৩. কালারিং বা মার্কার পেন ব্যবহার করে দাগিয়ে পড়া :** আমাদের মধ্যে অনেকেই মার্ক করে বা দাগিয়ে পড়ে। এটাও পড়া মনে রাখতে বেশ কার্যকর। মার্ক করার ফলে কোন শব্দ বা বাক্যের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ বেড়ে যায়। পাশাপাশি এর উপর ব্রেইনের ভিজুয়ালিটি ইফেক্টও বেড়ে যায়, যা পড়া মনে রাখতে সহায়তা করে। নানা রঙের লাইটার ব্যবহার করলে পড়াশোনায় মন আনতে অনেক সাহায্য করতে পারে।

**৪. বেশি বেশি পড়া ও অনুশীলন করা :** আমাদের ব্রেইন ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিগুলোকে তখনই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত করে যখন তা বারবার ইনপুট দেয়া হয়। বারবার ইনপুট দেয়ার ফলে ব্রেইনের স্মৃতি গঠনের স্থানে গাঠনিক পরিবর্তন হয় যা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরিতে সাহায্য করে। তাই বেশি বেশি পড়া ও অনুশীলন করা পড়া মনে রাখার অন্যতম উপায়।

৫. লিখে লিখে বা ছবি আঁকে পড়ার অভ্যাস করা : কোন জিনিস পড়ার সাথে সাথে লিখলে বা ছবি আঁকলে পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। কারণ নিউরো সায়েন্সের মতে, কিছু লিখলে বা ছবি আঁকলে ব্রেইনের অধিকাংশ জায়গা উদ্দীপিত হয় এবং ছবি বা লেখাটিকে স্থায়ী মেমরিতে রূপান্তরিত করে ফেলে। ফলে পড়াটি মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধারণভাবেও বুঝা যায়, বইয়ে যেসব বিষয় ছবি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তাই আমাদের বেশি মনে থাকে। পরীক্ষার সময়ও চোখের সামনে বইয়ের ছবিটিই ভেসে উঠে। তাই লিখে বা ছবি আঁকে পড়া অনেক কার্যকর।

৬. কনসেপ্ট ট্রি ব্যবহার করে পড়া : কোন বিষয় পড়ার আগে অধ্যায়গুলোকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিলে পড়তে সুবিধা হয়। একে একটি গাছের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। গাছটিকে একটি অধ্যায় বিবেচনা করে প্রতিটি পাতায় অংশগুলোর একটি করে সারমর্ম লিখে পড়লে পড়া মনে রাখতে সহজ হয়। এ পদ্ধতিকে কনসেপ্ট ট্রি বলা হয়। পড়া মনে রাখতে এটি বেশ কার্যকর।

৭. পড়ার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন করা : অনেকেরই ধারণা দিন-রাত পড়লেই পড়া বেশি মনে থাকে। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। কারণ সবসময় আমাদের ব্রেইন একইভাবে কাজ করতে পারে না। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ফজরের ছালাতের পর আমাদের ব্রেইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। তাই ফজর ও মাগরিবের পরে পড়া বেশি কার্যকর হয়।

৮. ছক তৈরি করা : আমাদের ব্রেইন অগোছালো জিনিস মনে রাখতে পারে না। তাই কোন কিছু ছক বা টেবিল আকারে সাজিয়ে নিলে কিংবা কবিতার ছন্দ বানিয়ে পড়লে তা সহজেই মনে রাখা যায়। পড়া মনে রাখার এই কৌশলকে নিম্ননিক (nemonic) বলা হয়।

৯. পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো : বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম ভালো হলে ব্রেইন যেকোন ইনফরমেশন বা তথ্যকে মেমরি বা স্মৃতিতে পরিণত করে। তাই পড়া মনে রাখার জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানোও যরুরী। সাধারণত একজন সুস্থ ব্যক্তির দিন-রাত্রে বয়স অনুপাতে ৬-৮ ঘণ্টার মত ঘুমানো উচিত।

১০. যা পড়েছি তা অন্যকে শেখানো : পড়া মনে রাখার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই এ পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয়। নিজে যা পড়েছি বা জেনেছি তা অন্যকে শেখানোর মাধ্যমে মস্তিষ্কে আরো ভালোভাবে গেঁথে যায়। তাছাড়া অন্যকে শেখানোর ফলে নিজের দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং পড়াটি ভালোভাবে আয়ত্ত্ব হয়েছে কিনা তাও বুঝা যায়।

## অনুপ্রেরণা

সংগ্রহ : মুহাম্মাদ আবু রায়হান

সোনামণি পরিচালক, রাজশাহী মহানগরী ।

- ❖ সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার সব জানার প্রয়োজন নেই। শুধু সাহস ও ধৈর্য নিয়ে সামনে পা বাড়ান, একে একে সবই জানতে পারবে।
- ❖ জীবনে কোন সমস্যা এলে ভেঙে পড়া যাবে না। মনে রাখতে হবে সমস্যা তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আসে না। সমস্যা আসে তোমাকে পথ দেখানোর জন্য।
- ❖ মেধাবী হলে অহংকার করার কিছুই নেই। শয়তানও মেধাবী। সসতা আর মনুষ্যত্ব না থাকলে সে মেধা ঘণিত।
- ❖ যদি তোমাকে কেউ সন্দেহ করে তাহলে দুঃখ পেওনা। বরং তুমি তোমার সততা বজয় রেখ। মনে রেখ সবাই সোনা বা হিরাকে সন্দেহ করে সেটা আসল কি-না। কিন্তু কেউ লোহাকে সন্দেহ করে না।
- ❖ খালি পকেট তোমাকে হাযারও শিক্ষা দেবে। আর ভরা পকেট তোমার জীবনকে নষ্ট করার হাযারও পথ বাতলে দিবে।
- ❖ সৎ লোক হাযারও বিপদে পড়লে উঠে দাঁড়ায়। আর অসৎ লোক বিপদে পড়লে একেবারে নিপাত হয়ে যায়।
- ❖ রোড খুব ধারালো। কিন্তু গাছ কাটা যায় না। কুড়াল খুব শক্তিশালী কিন্তু চুল কাটা যায় না। এমনি প্রত্যেক বস্তুই তার নিজ কৰ্মক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- ❖ প্রত্যেক মানুষের রয়েছে অতুলনীয় প্রতিভা। তাই অন্যের সাথে নিজেকে মাপতে যেও না। নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করে কাজে লাগাও।
- ❖ যে তোমার আবেগ, অনুভূতি আর বিশ্বাসের মর্যাদা কখনোই দেইনি, তুমি তাকে তোষামোদ করে অযথা সময় নষ্ট করো না।
- ❖ সব কথার জবাব দিতে নেই। সম্মান থাকতে কখনও কখনও নীরব থাকতে হয়।
- ❖ সব যুদ্ধে এগিয়ে যেতে নেই। জয়ের জন্য কখনও কখনও পিছিয়ে আসতে হয়।
- ❖ সব সময় সব সম্পর্ক আঁকড়ে ধরতে নেই। সম্পর্ক বাঁচাতে কখনও কখনও দূরে থাকতে হয়।

- ❖ পশু-পাখিরাও মানুষকে ভালবাসতে পারে। কিন্তু আফসোস! এমনও মানুষ আছে যারা মানুষকে ভালবাসতে পারে না।
- ❖ চুপ থাকলে মূর্খকেও জ্ঞানী বলে মনে হয়। বেশি কথা বললে জ্ঞানীকেও মূর্খ মনে হয়।
- ❖ দেরীতে হোক তবুও নিজের পায়ে দাঁড়াও। কারণ মানুষ সবার শেষে তোমার যোগ্যতাকেই দেখবে।
- ❖ যা পেয়েছ তা হারিও না। যা হারিয়েছ তা পেতে যেওনা। যা পাওনি তা কখনো তোমার ছিল না।
- ❖ বিজয়ীর আসল পরিচয় হল, হেরে যাওয়ার পর সে আবার চেষ্টা করে।
- ❖ কখনো কারো কষ্টকে ছোট করে দেখ না। তার কষ্ট তার কাছে অনেক বড়।
- ❖ নিজের যত্ন নাও। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে নিজেকে ভুলে যেওনা।
- ❖ স্রোতের বিপরীতে হেঁটে দেখ, কতজন তোমার সাথে থাকে। স্রোতের দিকে তো কচুরিপানাও ভাসে।
- ❖ যে ঠকায় সে অন্য জায়গায় ঠকে। যে কাঁদায় সে অন্য জায়গায় কাঁদে। সবার বিচার হবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা।
- ❖ তার পিছনে দৌড়িও না যে তোমাকে এড়িয়ে চলে।
- ❖ আত্মসম্মানের থেকে বড় আর কিছু নেই। কেউ তোমাকে একবারে জন্য ছোট করলেও তাকে চিনে রেখ। কারণ সে প্রশ্রয় পেলে একই কাজ বারবার করার চেষ্টা করবে।
- ❖ বিবেক যেখানে স্বার্থপর, নীতিবাক্য সেখানে হাস্যকর।
- ❖ জন্মের পর মানুষের কথা বলতে লাগে সর্বোচ্চ দু'বছর। কিন্তু কোন জায়গায় কোন কথা বলতে হবে তা শিখতে সময় লাগে সারাটি জীবন।
- ❖ মানুষের হাতের ছুরির আঘাতের চেয়েও মুখের কথার আঘাত অনেক ধারালো।
- ❖ আপনজনের সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করতে হয়। কারণ তার সাথে খারাপ আচরণে সে শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে।
- ❖ সন্তুষ্ট আল্লাহকে কর! দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-প্রশান্তি অনায়াসে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।
- ❖ তুমি যে পজিশনে আছে তা অন্যের কাছে স্বপ্ন। হতাশ না হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর।

## সাধারণ জ্ঞান

## ❖ আল-কুরআন

১. কুরআনের একটি সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই : সূরা তওবা ।
২. কুরআনের একটি সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহ' আছে : সূরা নামল । ১ ও ৩০ আয়াত ।
৩. কুরআনে ছালাত ও যাকাত সম্পর্কিত আয়াত যথাক্রমে : ৮৫ ও ৩৮টি ।
৪. কুরআনে সূদ হারাম সম্পর্কিত আয়াত : ৮টি । সূরা বাক্বারাহ ২৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০; আলে ইমরান ১৩০, নিসা ১৬১, রুম ৩৯ ।
৫. কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সূরা : সূরা ফাতিহা ।
৬. কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সূরা : সূরা নাছর ।
৭. কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত : সূরা বাক্বারাহ-এর ২৮১ আয়াত ।
৮. কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত : আয়াতুল কুরসী, সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত ।
৯. কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত : সূরা বাক্বারাহ ২৮২ আয়াত ।
১০. ইসলাম আলাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম : সূরা আলে ইমরান ১৯ আয়াত ।

## ❖ মানব দেহ

১. হাড় সংখ্যা : ২০৬টি ।
২. পেশী সংখ্যা : ৬৩৯টি ।
৩. কিডনি সংখ্যা : ২টি ।
৪. দুধ দাঁতের সংখ্যা : ২০টি ।
৫. পাঁজড় সংখ্যা : ২৪ (১২ জোড়া) ।
৬. হৃদয়ের চেম্বার সংখ্যা : ৪ ।
৭. স্বাভাবিক রক্তচাপ : ১২০/৮০ ।
৮. রক্তের PH : ৭.৪ ।
৯. মুখে হাড়ের সংখ্যা : ১৪টি ।
১০. বৃকে হাড় সংখ্যা : ২৫টি ।

## ৪১ দিন জামা'আতে ছালাত পড়ায় ৭ কিশোর পুরস্কৃত



চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৪১ দিন জামা'আতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করায় ৭ কিশোরকে সাইকেল ও জায়নামায পুরস্কার দিয়েছে মসজিদ কমিটি। গত ২০শে আগস্ট শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর ব্যতিক্রমী এ পুরস্কারের আয়োজন করেন উপয়েলার বারখাইন ইউনিয়নের বি.বা.শি গ্রামের হযরত আবুবকর ছিদ্বীক (রহ.) জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি। এছাড়া ১৪ কিশোরকে একটি করে টেবিল ফ্যান ও জায়নামায দেন তারা। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২১ কিশোরকে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য ও আয়োজকদের প্রধান সমন্বয়ক মুহাম্মদ হাফিযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাছির মুহাম্মাদ অ্যাড কোম্পানি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসের প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ নূরুল হুদা মনছুরী। মুহাম্মাদ খোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় উদ্বোধক ছিলেন মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ মফীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক মুহাম্মাদ আবু যাহের চৌধুরী, মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। এসময় অনুষ্ঠানের সভাপতি মুহাম্মাদ হাফিযুদ্দীন বলেন, হযরত আবুবকর ছিদ্বীক (রহ.) জামে মসজিদে এক বছর জামা'আতে কোন কিশোর ছালাত আদায় করলে তাকে বিনা খরচে ওমরা পালনের সুযোগ দেওয়া হবে।

[এরূপ আয়োজন অবশ্যই প্রশংসনীয়। মসজিদ কমিটিকে ধন্যবাদ! শিশু-কিশোররা দুনিয়াবী পুরস্কারের সাথে সাথে যাতে পরকালের স্থায়ী পুরস্কার লাভে ধন্য হয় সেই ঈমানী চেতনা তৈরি করতে এবং তাদেরকে ছালাতের ছহীহ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে আমরা সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। -সম্পাদক]

# দেশ পরিচিতি

## রাশিয়া

দেশটি ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম : রাশিয়ান ফিডারেশন।

রাজধানী : মস্কো।

আয়তন : ১,৭০,৯৮,২৪২ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১৪,৩৯,৭৫,৯২৩ জন [২০১৫ জরিপ]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.১%।

ভাষা : রুশ।

মুদ্রা : রুবল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : খ্রিস্টান (৩৩.৩%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ১০০%।

মাথাপিছু আয় : ২৫,০৩৬ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭২.৪ বছর।

সরকার পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ সাল।

[সূত্র : উইকিপিডিয়া; নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, পৃ. ৪১]





## যেলা পরিচিতি

### বরগুনা

**প্রতিষ্ঠা :** ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

**সীমা :** বরগুনা যেলার দক্ষিণে পটুয়াখালী ও বঙ্গোপসাগর, উত্তরে ঝালকাঠি, বরিশাল, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী; পূর্বে পটুয়াখালী এবং পশ্চিমে পিরোজপুর ও বাগেরহাট যেলা অবস্থিত।

**আয়তন :** ১,৮৩১.৩১ বর্গ কিলোমিটার।

**উপজেলা :** ৬টি।

**থানা :** ৬টি।

**পৌরসভা :** ৪টি।

**ইউনিয়ন :** ৮২টি।

**গ্রাম :** ৫৬২টি।

**উল্লেখযোগ্য নদী :** হরিণঘাটা, বিশখালী, মানিক, চঘাই প্রভৃতি।

**উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান :** বেতাগীতে বিবিচিনি মসজিদ, পাথরঘাটার হড়িণঘাটার লালদিয়া সমুদ্র সৈকত, সোনাকাটা সমুদ্র সৈকত ও সোনাকাটা ইকোপার্ক, ফাতরার বন বিহঙ্গ দ্বীপ বা ধানসিঁড়ি চর, শুভ সন্ধ্যা সমুদ্র সৈকত, চাওড়া পাতাকাটার মাটির দুর্গ প্রভৃতি।

**উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব :** শাহজাদা আব্দুল মালেক খান (সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান (উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সৈয়দ ফয়লুল হক প্রমুখ।

[সূত্র : উইকিপিডিয়া ও নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, পৃ. ১২৯]

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাকাস্বরূপ' (তিরমিযী হা/১৯৫৬)।

## সংগঠন পরিক্রমা

সাইধাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৬শে জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সাইধাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুওয়যযযিন আলহাজ্জ ফয়েযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

বালিয়াডাঙ্গা, পবা, রাজশাহী ১৯শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন বালিয়াডাঙ্গ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যুন-নূরাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে রুমা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

পুকুরপাড়, সোনাবাড়ীয়া, সাতক্ষীরা ১২ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সোনাবাড়ীয়া উপযেলাধীন পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সোনাবাড়ীয়া সাংগঠনিক এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ আনওয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাপলা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে তামান্না খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মীযানুর রাহমান।

‘প্রকৃত ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। কপট, শিথিল বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীদের মাধ্যমে নয়’

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

## শিশুর দাঁতের যত্ন

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

রাজ ডেন্টাল সেন্টার, কলাবাগান, ঢাকা ও বিএফডিএস-এর সদস্য সচিব ডা. মুহাম্মাদ আছীফুয্বেযাহা বলেন, সচেতনতার অভাবে প্রাথমিক দাঁত বা শিশুর দুধদাঁত অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুধদাঁতের স্থায়ীত্বকাল অল্প হলেও এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দুধদাঁতের শিকড়ের নিচে স্থায়ী দাঁতের গঠন শুরু হয়। কাজেই দুধদাঁতের সংক্রমণ স্থায়ী দাঁতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ ছাড়া স্পষ্ট উচ্চারণ, চোয়ালের গঠন ও মুখের আকৃতি ঠিক রাখা এবং স্থায়ী দাঁত সঠিক জায়গায় গজানোর বিষয়টিও দুধদাঁতের ওপর নির্ভরশীল। শিশুর স্মৃতিশক্তি, আত্মবিশ্বাস, প্রাণচঞ্চলতা, লেখাপড়ায় মনোনিবেশসহ মানসিক বিকাশেও দুধদাঁত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**শিশুর দাঁত ওঠা ও পড়ার সময় :** সাধারণত নিচের মাড়ির সামনের দিকের ৪টি দাঁত ওঠে ৬ থেকে ৯ মাস বয়সে। আর ওপরের মাড়ির সামনের দিকের ৪টি দাঁত ওঠে শিশুর ৭ থেকে ১০ মাস বয়সে। এগুলো ৬ বছর থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে পড়ে স্থায়ী দাঁত গজায়। ওপরের ও নিচের মাড়ির সামনের ৪ দাঁতের দুই পাশে একটি করে ৪টি দাঁত ওঠে ১৬ থেকে ২০ মাস বয়সে, আর পড়ে ৯ থেকে ১২ বছর বয়সে। ওপরের ও নিচের মাড়ির দুই পাশের ৮টি দাঁতের মধ্যে প্রথমটি ওঠে ১২ থেকে ১৬ মাস বয়সে, পড়ে ৯ থেকে ১০ বছর বয়সে। দ্বিতীয় দাঁত ওঠে ২০ থেকে ২৪ মাসে, আর পড়ে ১১ থেকে ১২ বছর বয়সে। এভাবে ২০টি দুধদাঁত পড়ে ৩২টি স্থায়ী দাঁত ওঠে। সঠিক সময়ে দাঁত ওঠার জন্য শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খাবার চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে।

**দুধদাঁতের যত্ন :** গর্ভধারণের ছয় সপ্তাহ থেকে গর্ভস্থ শিশুর দাঁতের গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই গর্ভাবস্থায় খাবারে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও ক্যালসিয়াম নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর দাঁত ওঠার আগে পরিষ্কার সুতি কাপড় উষ্ণ পানিতে ভিজিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। দাঁত ওঠার পর নরম বেবি টুথ ব্রাশ দিয়ে সতর্কতার সাথে দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার করতে হবে। বেবি টুথ পেস্ট না পেলে বা খেয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকলে পেস্ট না দিলেও চলবে। দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বুকের দুধের বিকল্প নেই। ঘুমের মধ্যে ফিডারের ব্যবহার দাঁতের ক্ষতি করে। শিশুর সামনে বড়রা দাঁত ব্রাশ করলে তারাও উৎসাহিত হয়।

**শিশুর খাদ্যাভ্যাস :** দাঁতের যত্নে শিশুর খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। চিনি, কৃত্রিম জুস, কোমল পানীয়, মিষ্টি, চকলেট, আইসক্রিম ও চিপস দাঁত ক্ষয় করে। এগুলোর পরিবর্তে ফরমালিনমুক্ত তাজা মৌসুমী ফল, ফলের জুস, শাকসবজি, ডিম, দুধ, মাছ-মাংস খাওয়াতে হবে শিশুকে। দাঁতে গর্তসহ জিহ্বার ওপর সাদা প্রলেপ (ছত্রাকের সংক্রমণ) বা কোন ক্ষত দেখলে দ্রুত দাঁতের চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

**দুধদাঁতের চিকিৎসা :** শিশুর দুধদাঁত কখনো কখনো ১১ বছর বয়স পর্যন্ত মুখে অবস্থান করে। অনেকে ভাবেন দুধদাঁত তো পড়েই যাবে, এর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুধদাঁতের শিকড়ে প্রদাহ অনেক দিন স্থায়ী থাকলে স্থায়ী দাঁতের ক্ষতি হয়। দুধদাঁত পড়া ও স্থায়ী দাঁত ওঠার সময়ে শিশুর দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। নয়তো স্থায়ী দাঁতগুলো আঁকাবাঁকা বা অসমানভাবে বেড়ে উঠতে পারে। দাঁত না থাকলেও নবজাতক শিশুর মুখ ও মাড়ি পরিষ্কার রাখা উচিত।

বারডেম হাসপাতালের দন্ত বিভাগের অধ্যাপক ডা. অরুণ রতন চৌধুরী বলেন, শিশুর জন্মের পর ছয় মাস পর্যন্ত কেবল মায়ের বুকের দুধই একমাত্র আদর্শ খাদ্য। অনেক মা শিশুকে ফিডারে কৌটার দুধ, কখনো স্বাদ বাড়ানোর জন্য চিনি মিশিয়ে দিয়ে থাকেন। এটা শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য তো খারাপই, দাঁতের জন্যও খারাপ। এতে নতুন দুধদাঁতেও ক্যারিজ বা ক্ষয় হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া মায়ের বুকের দুধে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা শিশুর মজবুত দাঁত গড়তে সহায়ক। কৌটার দুধে তা নেই। দাঁত না থাকলেও নবজাতক শিশুর মুখ ও মাড়ি পরিষ্কার রাখা উচিত। তাই রাতে বুকের দুধ খাওয়ানো শেষ হলে পাতলা ফ্লানেলের কাপড় অথবা তুলা দিয়ে দাঁতের ওপর থেকে দুধের আবরণ পরিষ্কার করে দিতে হবে।

**যখন দাঁত উঠছে :** সাধারণত ছয় মাস বয়স থেকে শিশুর মুখে দাঁত গজাতে শুরু করে। সে তখন যা কিছু সামনে পায় সেটাই কামড়াতে চায়। তাই এই সময় শিশুর হাতের কাছে বিষাক্ত বা ধারালো কোন দ্রব্য, নোংরা জিনিস বা ওষুধপত্র রাখা উচিত নয়। কামড়ানোর জন্য বাজারে কিছু সামগ্রী পাওয়া যায়, তা শিশুর হাতে দেওয়া যায়। কিন্তু খেয়াল রাখুন, যেন তা পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত থাকে। দাঁত ওঠার সময় শিশুর হাতে শক্ত বিস্কুটজাতীয় কিছু দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমন কিছু দেবেন না যা গিলে ফেললে তার গলায় আটকে যেতে পারে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন মেডিকেল অফিসার বলেন, বেশির ভাগ শিশুর দেখা যায় দাঁতে কালো কালো দাগ পড়ে। দাঁতের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়। পরে এ নষ্ট অংশ ভেঙে যায়। আবার দাঁতের মধ্যে গর্ত দেখা দেয়। গ্রামের বয়স্করা বলেন পোকায় দাঁত খেয়েছে। এ পোকায় দাঁত খাওয়াই দাঁতের ক্ষয়রোগ। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮-১৫ বছরের শিশুদের ৫৩-৭৭ ভাগ এ রোগে ভোগে।

শিশুরা মিষ্টি জাতীয় খাবারের ভক্ত। অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবারই এমন হওয়ার মূল কারণ। মিষ্টি খেলে মুখে ব্যাকটেরিয়া হয় বেশি। নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করলে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমে যায়। এ খাদ্যকণা ও ব্যাকটেরিয়া দাঁতের চারপাশে প্লাক তৈরি করে। প্লাকের ব্যাকটেরিয়া মিষ্টি জাতীয় খাবারকে এসিডে পরিণত করে। ফলে দেখা দেয় দাঁতের ক্ষয়। এজন্য শিশুদের মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেতে দেবেন না।

রাতে খাবারের পর খাদ্যকণা জমে থাকলে তাতে সহজেই ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে দাঁত ক্ষয় করতে পারে। তাই শিশুকে ব্রাশ করা শেখান। ব্রাশ করতে হয় ১-২ মিনিট। সব দাঁতে যেন ব্রাশ পৌঁছে সেদিকে খেয়াল রাখুন। ব্রাশ করণ ওপর ও নিচে। ব্রাশে উল্টো পিঠ দিয়ে জিহ্বা ও তালু পরিষ্কার করণ। অনেক শিশু টুথপেস্ট গিলে ফেলে। এটা কিন্তু ভালো নয়। দাঁত ব্রাশ হয়ে গেলে অতিরিক্ত টুথপেস্ট কুলকুচি করে ফেলে দেওয়া শেখান। শিশু ঠিকমতো দাঁত ব্রাশ করছে কি-না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করণ।

অনেকে একই টুথপেস্ট বছরের পর বছর ব্যবহার করেন। তা না করে বিভিন্ন কম্পানির টুথপেস্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করণ। এক টুথব্রাশ ২-৩ মাসের বেশি ব্যবহার না করাই ভালো।

ঢাকা বারডেম হাসপাতাল ডেন্টাল ও প্রসথেটিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মাহফুযুল হক বলেন, শিশুর দাঁত উঠতে শুরু করলে অতিরিক্ত লালা বারতে পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই। মাড়ি কিড়মিড়, অস্বস্তি ভাব বা ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে হাত ধুয়ে আস্তে আস্তে মাড়ি মালিশ করণ। হাড় বা শক্ত জিনিস শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। তীব্র দাঁত ব্যথা হলে ডেন্টিস্টের পরামর্শে সঠিক ডোজে প্যারাসিটামল দিন।

সঠিক সময়ে দাঁত না উঠলে বা দুধ দাঁত পড়ে স্থায়ী দাঁত না উঠলে অবশ্যই একজন ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ভা ষা শি ক্ষা

## ব্যবসা-বাণিজ্য

মুহাম্মাদ আবু তাহের

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

- মূল্য - قِيَمَةٌ Price (প্রাইজ)
- দামী - عَالِيٌ - Costly (কস্টলি)
- দালাল - سَمَسَارٌ - Broker (ব্রোকার)
- দোকান - دُكَّانٌ - Shop (শপ)
- নগদ - نَقْدًا - In cash (ইন ক্যাশ)
- নমুনা - عَيِّنَةٌ - Sample (স্যামপল)
- পণ্য - بِضَاعَةٌ - Commodity (কমডিটি)
- মূলধন - رَأْسَمَالٌ Capital - (ক্যাপিটল)
- বাকী - بِالذَّيْنِ - On credit (অন ক্রেডিট)
- বিক্রয় - بَيْعٌ - Sale (সেইল)
- বিক্রেতা - بَائِعٌ - Seller (সেলার)
- ব্যবসা - تِجَارَةٌ - Business (বিজনেস)
- ব্যয় - نَفَقَةٌ - Expenditure (ইন্সপেন্ডিচার)
- মালিক- مَالِكٌ - Proprietor (প্রপ্রাইটার)
- লাভ - فَائِدَةٌ - Profit (প্রফিট)
- লোকসান - خَسَارَةٌ - Loss (লস)
- সঞ্চয় - تَوْفِيرٌ - Saving (সেইভিং)
- সরবরাহ - تَزْوِيدٌ - Supply (সাপ্লাই)
- সস্তা - رَخِيصٌ - Cheap (চীপ)
- হিসাব- حِسَابٌ - Account (অ্যাকাউন্ট)

কুইজ

১. অসৎসঙ্গ কাকে বলে?

উ: .....

.....

.....

.....

.....

২. আল্লাহ কাকে ঘৃণা করেন?

উ: .....

.....

.....

৩. মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মানুষের জন্ম কী কী বিষয় লিখে দেওয়া হয়?

উ: .....

.....

.....

.....

৪. কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কোনটি?

উ: .....

.....

.....

৫. চতুর্থাৎ কতদিন জামা'আতে পাঁচ ওয়াজ ছালাত আদায় করায় ৭ কিশোরকে মসজিদ কমিটি পুরস্কার দিয়েছেন?

উ: .....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

☐ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :  
আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০২১।

### গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) তার সঙ্গে থাকবে যাকে সে  
দুনিয়াতে ভালবাসতো (২) মূল্যহীন  
অধিক কথাবার্তা বলা, অধিকহারে  
প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা (৩)  
পূণ্যশীলা স্ত্রী (৪) সূরা বাক্বারাহ,  
আয়াত সংখ্যা ২৮৬ (৫) শিরক এবং  
তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

### গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ জাহিদ, ৫ম শ্রেণী  
সাহারবাটি দাখিল মাদ্রাসা  
গাংনী, মেহেরপুর।

২য় স্থান : মুহাম্মাদ ছাকিব, ৫ম শ্রেণী  
সাহারবাটি দাখিল মাদ্রাসা  
গাংনী, মেহেরপুর।

৩য় স্থান : মুহাম্মাদ হাবীব, ৩য় শ্রেণী  
সাহারবাটি দাখিল মাদ্রাসা  
গাংনী, মেহেরপুর।

### উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

## সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াজ্তে  
ছলাত আদায় করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-  
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া  
ও মুছাফহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম  
সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান  
করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা  
পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ মিসওয়াক সহ ওয়ু করে ঘুমানো ও ঘুম  
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ু করা  
এবং প্রত্যহ সকালে উনুজ বায়ু সেবন ও  
হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং  
দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী  
সাহিত্য পাঠ করা।

○ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে  
নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-  
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে  
চলা।

○ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে  
সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা  
এবং যে কোন গুণ্ড কাঙ্গ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু  
করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট  
কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

## সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

## নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে)

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।



২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

♦ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপজেলা/মহানগর ও জেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফর্ম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপজেলা/মহানগর ও জেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা সহ শাখা উপজেলায়, উপজেলা জেলায় এবং জেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালকগণ' সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

♦ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	: ৮ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপজেলা	: ১৫ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. জেলা	: ২২শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	: ১১ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।